জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ।০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶১০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ।

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা হাতে ১৷৷০ টাকা। নগদ মূল্য ৴০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

মহারাজা, রাজা, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট ও বহু অভিজ্ঞ ডাক্তারগণ কর্ত্তৃক উচ্চ প্রশংসিত

সোণামুখী কেশ তৈল

কেশের জন্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট গুণে ও গন্ধে অতুলনীয়।

মূল্য প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা।

চ্যবনপ্রাশ ৴১ সের (৮০ তোলা) ১০৲

বাতের তৈল প্রতি শিশি ২৷৷০ টাকা

কবিরাজ শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন গাঙ্গুলী, কবিরত্ন ও কবিরাজ শ্রীআদ্যাপ্রসন্ন গাঙ্গুলী, কবিরঞ্জন

সোণামুখী ভবন, পোঃ মণিগ্রাম (মুর্শিদাবাদ)

৩৮শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ—৫ই আষাঢ় বুধবার ১৩৫৮ ইংরাজী 20th June. 1951 { ৬ষ্ঠ সংখ্যা

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ঘড়ি, টর্চ, ফাউন্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

জীবনযাত্রার পাথেয়

আমাদের গৃহ-সংসার কত আশা ও উৎসাহ, কত শান্তি ও সুখের স্বপ্ন দিয়ে তৈরী। বাপ মায়ের সে স্বপ্ন রূঢ় বাস্তবের আঘাতে ভেঙ্গে যাওয়া অসম্ভব নয়, তাই নিজের জন্যও যেমন তাঁদের দুশ্চিন্তা, ছেলে-মেয়ে ও আত্মীয়-পরিজনের জন্যও তেমনি তাঁদের উদ্বেগ ও আশঙ্কা—কি উপায়ে তাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী সংস্থান করে রাখা যায়? হিন্দুস্থানের বীমাপত্র সেই সংস্থানের উপায় স্বরূপ—প্রত্যেকের আর্থিক সঙ্গতি ও বিভিন্ন প্রয়োজন অনুযায়ী নানাবিধ বীমাপত্রের ব্যবস্থা আছে।

জীবনযাত্রার অনিশ্চিত পথে জীবন বীমা মানুষের প্রধান পাথেয়।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড

হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস

৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১৩

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৫ই আষাঢ় বুধবার সন ১৩৫৮ সাল।

টোপী দেখো হাজার সেলাম করো।

—•—

(ইংরেজ আমলের গল্প)

একদিন চব্বিশ পরগণার (আলিপুরের) জেলা জজ সাহেব মেমসাহেবকে সঙ্গে লইয়া পদব্রজে খিদিরপুরের ডকের দিকে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। জজ সাহেবের পোষাক দেখিয়া তিনি যে জজ তাহা নির্ণয় করা যায় না। পুলিশের যেমন সরকারী ইউনিফরম থাকে তাহাতে তাহার পদ নির্ণয় করা যায়। জজ সাহেবের ও তাঁহার পত্নীর রাস্তায় বহু পাহারাওয়ালার সঙ্গে দেখা হইল কেহই তাঁহাদের সেলাম দিল না। এ ব্যাপারে মেমসাহেব তাঁহার স্বামীকে টিটকারী দিয়া বলিলেন—তুমি জেলার জজ তবুও কোন সেপাই তোমাকে গ্রাহ্যই করে না। সাহেব লজ্জিত হইয়া একজন পাহারাওয়ালার নম্বর লইয়া কলিকাতার পুলিশ কমিশনার সাহেবকে এক চিঠি দ্বারা জানাইলেন—এই সেপাই হাতে খৈনী ডলিয়া মুখে ফেলিয়া পচ্ পচ্ করিয়া থুতু ফেলিল, আমাকে দেখিয়া কিছুমাত্র সম্মান দেখাইল না। পুলিশ কমিশনর জজ সাহেবের চিঠি পাইবামাত্র সেপাইকে তাঁহার নিকট হাজির হইয়া কৈফিয়ৎ দিতে আদেশ করিলেন। সেপাই কমিশনর সাহেবের কামরায় উপস্থিত হইয়া সেলাম দিয়া বলিল—হুজুর, জজ সাহেবকা এইসা কুছ্ মার্কা নেহি হ্যায় যো বান্দাকা মালুম হোগা ইয়ে জজ সাহেব হ্যায়। কলকত্তা সহরমে ট্রামকা সাহেব হ্যায়, রেলকা সাহেব হ্যায়, সওদাগর সাহেব হ্যায়, ড্রাইবার সাহেব হ্যায় ক্যায়সে জানেগা যো ইন্‌কো স্যালুয়েট্ করনে হোগা?

কমিশনর সাহেব কনষ্টেবলের এই মন্তব্য শুনিয়া ক্রোধে কাঁপিয়া উঠিয়া বলিলেন—ব্লাডী নেটিভ কা এত্তা গোস্তাগী! ড্রাইবার সাহেব! সওদাগর সাহেব! সব সাহেব তোম্হারা মুনিব হ্যায়! টোপী দেখো হাজার সেলাম করো। সেপাই বেচারা অতঃপর টুপি দেখিলেই সেলাম করিতে সুরু করিত। এ রাজ্যে এক জাতীয় টুপি বা পাগড়ী-ওয়ালাদের দেখিলেই খাতির করার প্রচলন সুরু হইল দেখিয়া রামরাজ্য যে আসিয়াছে তাহা বেশ বোঝা যাইতেছে।

দুই জন মাড়োয়ারী বাবু সাহেব, একজন বিনা টিকিটে, অপর জন নিম্ন শ্রেণীর টিকিট কিনিয়া উর্দ্ধ শ্রেণীতে আরোহণ করিয়া যাইতেছিলেন, আসানসোলের সুনীলকুমার ঘোষ নামক জনৈক টিকিট কালেক্টর তাহাদের ধরায় তথাকার কমার্শিয়েল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাহাকে কাতরাসগড়ে মাল ওজন করা বেবাণীর পদে বদলী করিয়াছেন। সংবাদ-পত্রে এই সংবাদ পড়িয়া মনে হইল কর্ত্তব্যপরায়ণতা আর কংগ্রেসী রামরাজ্যে স্থান পাইবে না। অবাধে এই ব্যাপার চলিতে থাকিলে দেশটা সয়তানের লীলাভূমি হইয়া উঠিবে। টিকিট কালেক্টার বেচারী নাকি চীফ কমার্শিয়েল ম্যানেজার শ্রীজে, এন্, দাস মহাশয়ের নিকট আপীল করিয়া তাহার পূর্ব্ব পদে বাহাল হইবার আশা পাইয়াছেন। বড় বড় কর্ত্তাদের এই সব টুপির ও পাগড়ীর খাতিরের বহর দেখিলে মনে হয় এক শ্রেণীর টুপি ও পাগড়ী প্রেমিকের সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। অসাধুদের লাইট পোষ্টে ফাঁসি দেখিবার ইচ্ছা আর করা যায় কি?

শোক সংবাদ

পরলোকে ডাক্তার পূর্ণচন্দ্র রায় চৌধুরী

—•—

আমরা গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে গত ৪ঠা আষাঢ় রঘুনাথগঞ্জের প্রবীণ ডাক্তার পূর্ণচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় রোগ নাই, ব্যাধি নাই, নিজের বৈঠকখানার বারান্দায় একখানি চেয়ারে বসিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ হৃদ্-যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া নশ্বর মানবদেহ ত্যাগ করিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন।

পূর্ণবাবু ছিলেন কাঙালের ডাক্তার। পূর্ণবাবু সম্বন্ধে বলা চলে—

"যার কেহ নাই তুমি ছিলে তার।"

রাস্তায় চলিতে চলিতে ডাক্তার বাবু যদি রাস্তার ধারে পরিচিত হউক বা অপরিচিতই হউক কাহাকেও জ্বরে বা অন্য ব্যাধিতে কাতরভাবে পড়িয়া থাকিতে দেখিতেন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নিজেই তাহার বুকে ষ্টেথিস্‌কোপ দিয়া দেখিয়া বা নাড়ী পরীক্ষা করিয়া তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতেন।

তাঁহার অনাহূতভাবে চিকিৎসার দুই একটী নিদর্শন দিবার প্রলোভন সংবরণ করা যায় না। জমিদারদের তুলসীবিহার বাড়ীর ভাঙা ঘরে একজন দরিদ্র ঘাড়ে এক প্রকাণ্ড ব্যথা লইয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে। তাহার কাতর ক্রন্দনে ডাক্তার বাবু ঘাড়ের ব্যথা পরীক্ষা করিয়া পাড়ার অধিবাসী গৃহস্থগণের বাড়ী হইতে খান কতক ধোয়া ছেঁড়া কাপড় ভিক্ষা করিয়া আনিয়া পাসেদের ডিস্পেন্সারী হইতে আবশ্যকীয় ঔষধ ও একখানি সাবান সংগ্রহ করিয়া এক কাঙাল রাজমল্লের বাড়ী হইতে এক গামলা গরম জল যোগাড় করিয়া রোগীর ব্যথায় অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া প্রায় এক কলসী পুঁজ বাহির করিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিলেন। পাড়ার এক ব্রাহ্মণ বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া রোগীর জন্য এক বেলা ভাত ও মসুরী সিদ্ধের এক সপ্তাহের জন্য ব্যবস্থা করিয়া রোজ বাজারের সময় ড্রেস করিয়া দিয়া তাহাকে নিরাময় করিলেন।

একদিন এক পল্লীবাসী কৃষক তাহার পাঁচ বৎসরের শিশু পুত্রকে লইয়া ডাক্তার বাবুর বাড়ীর সম্মুখ দিয়া যাইতেছিল। শিশুটী চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে, তার নাক দিয়া রক্ত পড়িতেছে। ডাক্তার বাবু তেল মাখিয়া গামছা ঘাড়ে গঙ্গাস্নানে যাইতে যাইতে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন—ছেলেটী খেলিতে খেলিতে নাকে একটী কুঁচ ঢুকাইয়াছে। দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তার বাবু নাকে সলা ঢুকাইয়া রক্তপাত করিলেন কুঁচ বাহির হইল না, বহরমপুর গিয়া নাকে "অপারেশন" করাইবার উপদেশ দিলেন। পূর্ণ বাবু তাঁর বাড়ীর

সম্মুখস্থিত মুদিখানা হইতে একটু পরিমল নস্য লইয়া তাঁহার গামছার এক কোণে মাখাইয়া নাকের মধ্যে দিবামাত্র শিশুটী খুব জোরে হাঁচিবামাত্র কুঁচটী বাহির হইয়া মাটিতে পড়িল। বড় বড় সার্জ্জনরা তাঁহার অস্ত্র চিকিৎসা দেখিয়া মুগ্ধ হইতেন। প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী কাল চিকিৎসা দ্বারা কত লোকের কত উপকার করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই।

পূর্ণ বাবু যে রোগী বা রোগিণীর চিকিৎসা করিতেন, যতক্ষণ তিনি তাহাদের রোগশয্যার পাশে থাকিতেন, হাস্য পরিহাস দ্বারা রোগীর আনন্দ বর্দ্ধন তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ গুণ ছিল।

তাঁহার সহধর্ম্মিণীর স্বর্গারোহণের পর যে বিমর্ষ ভাব তাঁহার চিত্তে দেখা দিয়াছিল, তাহা তাঁহার শেষ দিন পর্য্যন্ত ছাড়ে নাই।

রঘুনাথগঞ্জের কৃতী চিকিৎসক শ্রীমান্ শান্তিময় রায় চৌধুরী তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র। পূর্ণ বাবু ৫ পুত্র ও ৫ কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার পরলোক গমনে স্বজন বিয়োগজনিত কষ্ট অনুভব করিতেছি। ভগবান তাঁহার বিয়োগকাতর স্বজনগণের সান্ত্বনা ও তাঁহার আত্মার সদ্গতি বিধান করুন ইহাই প্রার্থনা।

জরিমানা

অরঙ্গাবাদ বাজারের ব্যবসায়ী শ্রীকানাইলাল শেঠী ৩৪৮ টিন সরিষার তৈল পাকিস্থানে প্রেরণ করিবার চেষ্টা করার অপরাধে কলিকাতার শুল্ক বিভাগের কলেক্টর বাহাদুর কর্ত্তৃক চল্লিশ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। প্রায় তের হাজার টাকা মূল্যের ৩৪৮ টিন সরিষার তৈলও বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে। এই কার্য্যে সংশ্লিষ্ট সাহেবগঞ্জের শ্রীগোবিন্দরাম আগরওয়ালার তের হাজার টাকা, ২এ, রামজীদাস জেঠিয়া লেন, কলিকাতার শ্রীহরিলাল সেরাওগীর এক হাজার টাকা, ১৮, বাঁশতলা লেন নিবাসী শ্রীরামশরণ মাহাতোর এক হাজার টাকা, দয়ারামপুর নূতন চকের জনাব বাখর আলির এক হাজার টাকা ও শিবনগর গ্রামের ওসমান মাঝির আড়াই শত টাকা জরিমানা হইয়াছে।

খড়খড়ি সাঁকো

রঘুনাথগঞ্জ হইতে জঙ্গিপুর রোড রেলওয়ে ষ্টেসন যাইবার পথে খড়খড়ি সাঁকো অবস্থিত। প্রায় ৩৭ বৎসর পূর্ব্বে মুর্শিদাবাদ জেলা বোর্ড কর্ত্তৃক এই সাঁকোটী নির্ম্মিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে সাঁকোর উপর দিয়া প্রতি দিন মালবাহী মোটর ট্রাক ও যাত্রীবাহী মোটর বাস চলাচল করিতেছে। বহুদিন হইতে উহার লোহার খুঁটিগুলি পরীক্ষা করা বা অন্য কোন সংস্কার হয় নাই। আমরা এই বিষয়ে সুযোগ্য জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

মেছুয়াবাজারে আগুন

কয়েক দিন পূর্ব্বে রঘুনাথগঞ্জ মেছুয়াবাজার সংলগ্ন তিন চারিখানি খড়ের ঘর পুড়িয়া গিয়াছে। লোকজন উপস্থিত হওয়ায় দোকানের কোন জিনিস নষ্ট হয় নাই। বাজারের উত্তর দিকে একটি বাড়ীর ৪।৫টি নারিকেল গাছ পুড়িয়া গিয়াছে।

মালদহের ফজলী আম

এ বৎসর মালদহ হইতে প্রচুর পরিমাণে ফজলী আম ধুলিয়ান বাজারে আমদানী হইতেছে। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা ধুলিয়ান হইতে আম আনিয়া রঘুনাথগঞ্জ বাজারে টাকায় আড়াই সের দরে বিক্রয় করিতেছে। এবারে গুটী ও কলমের আমও ওজন দরে বিক্রয় হইয়াছে।

'প্যারাপেট' বিহীন ইন্দারা

গত ১০ই আশ্বিন, ১৩৫৭ (ইং ২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫০) তারিখের 'জঙ্গিপুর সংবাদে' দফরপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত জগদানন্দবাটী (আইলের উপর) গ্রামে মুর্শিদাবাদ জেলা বোর্ডের নির্ম্মিত একটী ইন্দারার 'প্যারাপেট' না থাকায় ঐ পল্লীর অধিবাসিগণের অসুবিধার কথা উল্লেখ করিয়া বোর্ডের ইঞ্জিনিয়ার মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলাম। তাহার ফল কি দাঁড়াইয়াছে—গত ১৯।৩।৫১ তারিখে জেলা বোর্ডের ইঞ্জিনিয়ার চেয়ারম্যানের নিকট পত্র দিলেন ঐ ইন্দারার প্যারাপেট ও প্লাটফর্ম্ম একান্ত আবশ্যক। ৩০শে মার্চ্চ, ১৯৫১ তারিখে জেলা বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান মহোদয় একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (W. B.) বহরমপুর কন্‌ষ্ট্রাক্‌সন্ ডিভিসনকে লিখিলেন—ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ারের লিখিত ইন্দারাটীর ব্যবস্থা খুব শীঘ্র আবশ্যক। গত ৩রা এপ্রিল, ১৯৫১ একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার মহোদয় সুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার, রোড কন্‌ষ্ট্রাক্‌সন্ সার্কল নং ২ কে লিখিলেন। ইন্দারাটী কিন্তু তার পূর্ব্ব অবস্থাতেই রহিয়া গেল।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত
নিলামের দিন ৯ই জুলাই ১৯৫১

১৯৫১ সালের ডিক্রীজারী

৬ মনি ডিঃ মহেশনারায়ণ দাস দেং অন্নদাসুন্দরী দাসী দাবি ১০১৩৬ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে রাজানগর ৪॥২ জমির কাত ২॥৶০ আঃ ২০৲ খং ১৪৬

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত
নিলামের দিন ১৬ই জুলাই ১৯৫১

১৯৫০ সালের ডিক্রীজারী

২৩২ খাং ডিঃ উমাপদ চৌধুরী দিং দেং শচীন দাস দাবি ২৬৵৬ থানা ফরক্কা মৌজে হোসেনপুর ১৫ শতকের কাত ।৴৯ আঃ ৫৲ খং ৫ স্থিতিবান স্বত্ব

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত
নিলামের দিন ২০শে আগষ্ট ১৯৫১

১৯৫১ সালের ডিক্রীজারী

৪৮ খাং ডিঃ কমন ম্যানেজার রণেন্দ্রনারায়ণ বাগচী দেং রজসতুল্লা সরকার দাবি ২৪৬৶৬ থানা সাগরদীঘি মৌজে পলন্দা ৯০ শতকের কাত ৩॥৵০ আঃ ১৫৲ খং ৩৭৮

১৪৮ খাং ডিঃ যোগেশ্বরনাথ রায় দিং দেং সুধীরকুমার ব্রহ্মচারী দাবি ১১৫৬ থানা সাগরদীঘি মৌজে হাটপাড়া ৫৫ শতকের কাত ৩॥৵৯ আঃ ৫৲ খং ২৮

১৪৯ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ২৩৫৩ মৌজাদি ঐ ৯-৯৬ শতকের কাত ১৷॥০ আঃ ১০৲ খং ৩২

[পর পৃষ্ঠা দেখুন

(পূর্ব্ব পৃষ্ঠার জের)

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৩ই আগষ্ট ১৯৫১

১৯৫১ সালের ডিক্রীজারী

১৯৮ খাং ডিঃ জনাব মহাম্মদ সেকান্দার দেং আবদুল রহমান সেখ দিং দাবি ৩১৶৬ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে খিদিরপুর ১৫৭ শতকের কাত ৩৸২ পাই আঃ ১৫৲

১৯৯ খাং ডিঃ সরস্বতী দেবী দেং নাদার সেখ দিং দাবি ১৩৷৶৩ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে বড়শিমূল ১৫ শতকের কাত ১৷৶৩৷০ আঃ ৫৲ খং ৪৮৮ রায়ত স্থিতিবান

২০১ খাং ডিঃ নীলরতন রায় দেং লালমহম্মদ সেখ দিং দাবি ৯৸৶৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে নশীপুর ১১ শতকের কাত ৸০ আঃ ৩৲ খং ৬৫ রায়ত স্থিতিবান

১৯০ খাং ডিঃ নির্ম্মলকুমার সিংহ নওলক্ষা দেং আন্নাকালী দেবী দাবি ৪২৲৬ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে সিমলা ১-৬৪ শতকের কাত ৮৷৶০ আঃ ২৫৲ খং ৫০

১৯১ খাং ডিঃ ঐ দেং হরিরঞ্জন কৈল্‌ঠা দিং দাবি ১২৷৶০ থানা ঐ মৌজে প্রসাদপুর ৩৮ শতকের কাত ১৸৶০ আঃ ৫৲ খং ১৩৬

১৯২ খাং ডিঃ ঐ দেং অভয়াপদ বন্দ্যোপাধ্যায় দিং দাবি ২৩৷৶৩ থানা ঐ মৌজে বাড়ালা ২-৪৩ শতকের কাত ৬৶১ আঃ ১৫৲ খং ৩০

১০৩ খাং ডিঃ যজ্ঞেশ্বর মিশ্র দেং গোপালচন্দ্র দাস দিং দাবি ৩৮৷৶৬ থানা সুতী মৌজে মহেশাইল ২-২০ শতকের কাত ৪৸১৫ আঃ ৮৲ খং ১৯১৯

১৯৩ খাং ডিঃ হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দিং দেং রমণীরঞ্জন দাস দিং দাবি ৫১৷৶৬ থানা সুতী মৌজে হিলোড়া ৮০ শতকের কাত ৬৸০ আঃ ২০৲ খং ২৫৮৫ রায়ত মোকররী স্বত্ব

১৯৪ খাং ডিঃ ঐ দেং জাঁহর সেখ দিং দাবি ১১৮৷৶০ মৌজাদি ঐ ২-৪২ শতকের কাত ১৯৷০ আঃ ৪০৲ রায়ত স্থিতিবান

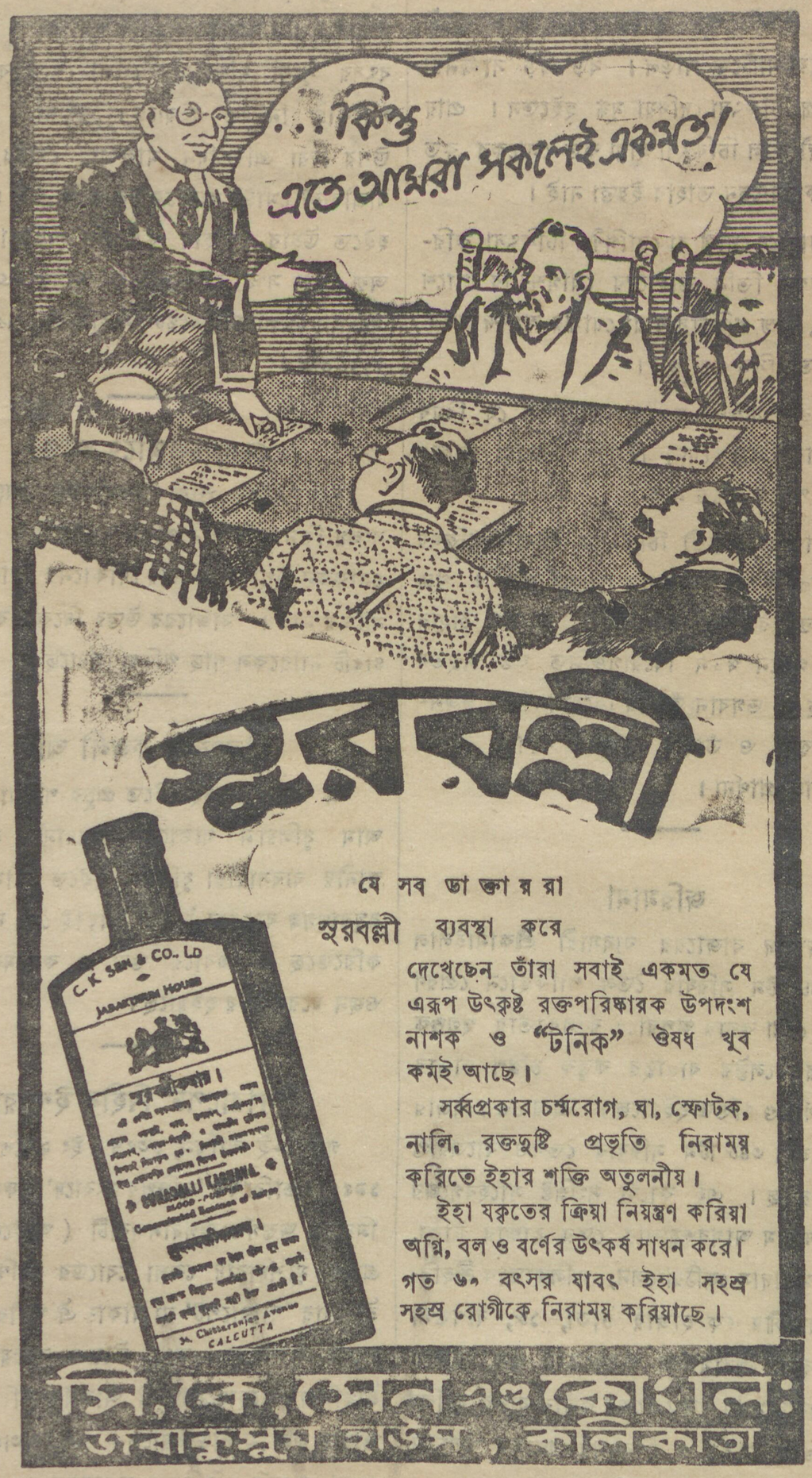

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত